দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

১৯৯৪ সালের এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি

বিগত এরশাদ সরকারের আমল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি চালু করা হয় যাতে ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্ন না পড়ে সম্পূর্ণ সিলেবাস অধ্যয়নে বাধ্য হয়। অথচ দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, শিক্ষক, অভিভাবক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কোন আলোচনা ছাড়াই ১৯৯২ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রতিটি নৈর্ব্যক্তিক পত্রে (অংক ব্যতীত) টাস্কফোর্স প্রবর্তিত শুধু-মাত্র নির্দিষ্ট ৫০০ প্রশ্ন সংবলিত প্রশ্ন-ব্যাংক প্রণয়ন করা হলো এবং ৫০০ প্রশ্নের বাইরে ছাত্রছাত্রীদের আর কোন প্রশ্ন পড়তে হবে না বলেও ঘোষণা করা হলো। কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপে হাজার হাজার মেধাবী ছাত্রছাত্রীর অধ্যয়নের ক্ষেত্রে কত যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়াও গেল বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় হঠাৎ করে নির্বাচনী পরীক্ষার পূর্বে ১৯৯৩ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য ঐ টাস্কফোর্সের প্রশ্ন-ব্যাংক বাতিল ঘোষণা করলেও কিছু ছাত্রের আন্দোলন ও গাড়ি ভাংচুরের ঘটনায় ভীত হয়ে পরি-শেষে টাস্কফোর্স প্রবর্তিত ৫০০ প্রশ্ন বহাল রাখতে বাধ্য হয়। টাস্কফোর্সের এই ৫০০ প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়নের ক্ষেত্রেই যে শুধু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে তাই নয়, ছাত্রছাত্রীদের লেখার অভ্যাসকেও নিরুৎ-সাহিত করছে। কারণ বর্তমান পদ্ধতিতে রচনামূলক পরীক্ষায় পাস না করলেও চলে। তাই একজন সচেতন অভিভাবক হিসাবে আমার জিজ্ঞাসা—এভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কি ধ্বংস করার পথই প্রশস্ত করা হচ্ছে না? এ ব্যাপারে আমি সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আবেদন জানাচ্ছি, টাস্কফোর্সের এই মরণ ছোবল থেকে অতি সত্বর ১৯৯৪ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য ৫০০ প্রশ্নের নির্দিষ্ট প্রশ্ন-ব্যাংক বাতিল করে সম্পূর্ণ সিলেবাস থেকে প্রশ্ন প্রণয়নের অথবা ঐ ৫০০ প্রশ্ন থেকে ৩০ মার্কস এবং সম্পূর্ণ সিলেবাসের মধ্য থেকে ২০ মার্কসের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হোক।

—আহমেদ তুহিন
বেড়া, পাবনা।